খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-১। ইজারাদারদের নিকট হইতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৬,৪৫,৩২৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা এবং ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, ইজারাদারদের নিকট হইতে ভ্যাট আদায় না করায় ৬,৪৫,৩২৪/৩৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজেই-২ শাখার পৃষ্ঠাংকন নং প্রজেই-২/২-৩/৯৮/৮৩ (৫০০) তাং ১২/৩/২০০০ অনুযায়ী ইজারাদারদের নিকট হইতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন আবশ্যক। কিন্তু এইক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ পালন করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, বর্ণিত সার্কুলারটি না পাওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব, আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ইজারাদারগণের নিকট হইতে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২। অনিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান বাবদ ৫,০৪,৭৬৮/- টাকা প্রদান।

বগুড়া, নারায়নগঞ্জ পৌরসভা, ফেনী ও ঢাকা জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, অনিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান বাবদ ৫,০৪,৭৬৮/- টাকা প্রদান করা হইয়াছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৬/৭/৮৫ তারিখের স্মারক নং অম(স্বাঃ প্রঃ)-৩/বিবিধ/৪/৮৫/১২৭(৫০) এর মাধ্যমে সকল আর্থিক অনুদান/ সাহায্য না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই আদেশ উপেক্ষা করিয়া অনিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান/সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, ভবিষ্যতে অনুদান প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব এই বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩। কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ২,৩৯,৪৫৩/- টাকা ক্ষতি।

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া পৌরসভা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদ এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ২,৩৯,৪৫৩/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। মূল্য সংযোজন কর আইন/৯১ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তনপূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'গ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, টাকা জমা করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব, আপত্তিকৃত অর্থ সত্বর সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪। হাট বাজার/ ফেরীঘাট ইজারার ৫০,২৬,৩৯২/- টাকা অনাদায়ী।

বাগেরহাট, দাউদকান্দি পৌরসভা এবং বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, হাটবাজার/ফেরীঘাট ইজারার

৫০,২৬,৩৯২/- টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং প্রজেই-২/২-২৫/৯৬/২৮৪(৫০৫৫) তাং ১৪/১০/৯৬ এর অনুচ্ছেদ (২) এর উপ অনুচ্ছেদ (ঝ) এ উল্লেখ রহিয়াছে যে, দরপত্রদাতা দরপত্র গৃহীত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার ৭দিনের মধ্যে ইজারার অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ অর্থ পরিশোধ করিবেন (দরপত্রে উল্লিখিত টাকার ২৫% ভাগ দরপত্র দাখিলের সময় জামানত স্বরূপ প্রদান করিতে হয়)। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উক্ত বিধি পালন করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব, আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম মূল্যে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় করায় ১৭,২৮,৭১০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বাগেরহাট, লক্ষীপুর, কলারোয়া পৌরসভার ১৯৯৯-২০০০ সনের এবং উপজেলা প্রকৌশলী, দিনাজপুর সদর এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম মূল্যে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় করায় ১৭,২৮,৭১০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/শাখা-৫/১ই-১৪৮(২৯)/৮৬/৩০৯/১(৪) তাং ২৮/১০/৮৭ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকার নীচের কাজ এর সিডিউল ৪০০/- টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সিডিউলের বিক্রয়মূল্য ৭৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্ণিত নির্দেশ পরিপালন করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঙ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, টেন্ডার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং এল,জি,আর,ডি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে দরপত্রের সিডিউল বিক্রয় না করায় স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয় নাই। অতএব, সমুদয় টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬। ডাক বাংলার ভাড়া আদায় না করায়, আদায়কৃত ভাড়ার টাকা জেলা পরিষদ তহবিলে জমা না করায় এবং বাসা ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায় থাকায় সংস্থার ৮,৪৩,৩০৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের এবং উপজেলা পরিষদ অফিস, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, দীর্ঘ সময় ডাক বাংলাতে বসবাস করা সত্ত্বেও দ্বিগুন হারে ভাড়া আদায় না করায়, আদায়কৃত ভাড়া জেলা পরিষদ তহবিলে জমা না করায় এবং বাসা ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায় থাকায় সংস্থার ৮,৪৩,৩০৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ৬/৫/৯৫ তারিখের স্মারক নং প্রজেই-৪/জেপ-২১/৯৪/৪৯৫(৬১) এর পরিপন্থী। উল্লেখ্য বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক কোন সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন অবস্থাতেই এক মাসের অধিককাল এক নাগাড়ে জেলা পরিষদের ডাক বাংলাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে অবস্থান করিলে দ্বিগুন হারে সীট ভাড়া পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ' চ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, টাকা আদায়পূর্বক জমা করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে ডাক বাংলার ভাড়া আদায় না করায়, আদায়কৃত ভাড়া জেলা পরিষদ তহবিলে জমা না করায় এবং বাসা ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায় থাকায় আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায়পূর্বক পরিষদ তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭। প্রমোদ কর বাবদ ৩,২৯,০৬৩/- টাকা অনাদায়ী।

নারায়নগঞ্জ. কলারোয়া, নোয়াপাড়া এবং পীরগঞ্জ পৌরসভার ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রমোদ কর বাবদ ৩,২৯,০৬৩/- টাকা বিভিন্ন সিনেমা হলের নিকট অনাদায় রহিয়াছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	পৌরসভার নাম	সন	হলের নাম	অনাদায়ী টাকা
১	নারায়নগঞ্জ পৌরসভা	১৯৯৯-২০০০	মেসার্স হংস থিয়েটার	৩১,৭৯৭/-
২	কলারোয়া পৌরসভা	ঐ	জোনাকী	৭১,৭২৪/-
৩	ঐ	ঐ	পলাশ	৬৭,০৮০/-
৪	নোয়াপাড়া , ঐ	ঐ	সেহেলী	১৫,০০০/-
৫	ঐ	ঐ	বর্নালী	২৫,০০০/-
৬	পীরগঞ্জ পৌরসভা	ঐ	পাভেল	৫৮,১৩২/-
৭	ঐ	ঐ	পূর্নিমা	৬০,৩৩০/-
			মোট=	৩,২৯,০৬৩/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট সিনেমা হল মালিকের নিকট হইতে সত্ত্বর আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮। ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণের নিকট হইতে ভ্যাট কম আদায়/আদৌ আদায় না করায় সরকারের ২,০৯,৮০৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা এবং মাগুরা জেলা পরিষদ এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণের নিকট হইতে ভ্যাট কম আদায়/আদৌ আদায় না করায় সরকারের

২,০৯,৮০৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং ২৩, মূসক/৯৭ তাং ৮/৯/৯৭ এর পরিপন্থী। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ছ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, কোন সার্কুলার পাওয়া যায় নাই বিধায় ভ্যাট বাবদ অর্থ কর্তন করা হয় নাই।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। অতএব,আলোচ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯। ঠিকাদারের বিল হইতে কমহারে আয়কর কর্তন করায় এবং আদায়কৃত আয়কর সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,১৫,৬১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

নিম্নবর্ণিত জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিপরীতে ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে কম হারে আয়কর কর্তন করায় এবং কর্তনকৃত আয়কর সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,১৫,৬১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'জ'তে দেওয়া হইল) ।জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০/৮/৯৮ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র নং-১(আয়কর)/৯৮-৯৯ এর ১৬ নং বিধি মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করত: সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনিয়মের বিবরণ	জড়িত টাকা
১	মাগুরা জেলা পরিষদ	ঠিকাদারের বিল হইতে কর্তনকৃত আয়কর সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই।	৭০,৯০৯/-
২	চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ	ঠিকাদারের বিল হইতে কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৮,৯২৫/-
৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদ	ঐ	২৫,৭৮৫/-
		মোট=	১,১৫,৬১৯/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জানায় যে, সাধারণ তহবিলের স্বল্পতাহেতু আয়কর জমা করা হয় নাই। ঠিকাদারের জামানত হইতে আয়কর কর্তনপূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সাধারণ তহবিলের স্বল্পতার সঙ্গে কর্তনকৃত আয়কর কোষাগারে জমা না দেওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে বর্নিত আয়কর আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০। হাট-বাজার ইজারালব্ধ টাকার ২০% ও ৫% সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ১,৭৭,৮২৫/- টাকা ক্ষতি।

উপজেলা প্রকৌশলী, পাংশা, রাজবাড়ী অফিসের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাট-বাজার সংক্রান্তনথি, রেজিষ্টার এবং ক্যাশ বহি যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, পাংশা থানাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ এর হাট-বাজারসমূহ ১৪০৬-১৪০৭ সনে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু ইজারালব্ধ টাকা হইতে সরকারের প্রাপ্ত অংশ ২০% ও ৫% হারে সর্বমোট ১,৭৭,৮২৫/- টাকা জমা প্রদান করা হয় নাই। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	সন	ইউ,পি'র নাম	ইজারালব্ধ টাকা	২০% হারে জমা যোগ্য	৫% হারে জমা যোগ্য	মোট জমাযোগ্য টাকা
১	১৪০৬	৮নং শরিষা ইউ,পি।	৫৩,৪০০/-	১০,৬৮০/-	২,৬৭০/-	১৩,৩৫০/-
২	১৪০৭	ঐ	৬৬,০০০/-	১৩,২০০/-	৩,৩০০/-	১৬,৫০০/-
৩	১৪০৬	৩ নং মাঢপাড়া ইউ,পি।	৬০,০০০/-	১২,০০০/-	-	১২,০০০/-
৪	১৪০৬	১৬ নং রতনদিয়া ইউ,পি।	১৫,৫০০/-	৩,১০০/-	৭৭৫/-	৩,৮৭৫/-
৫	১৪০৭	ঐ	২০,০০০/-	৪,০০০/-	১,০০০/-	৫,০০০/-
৬	১৪০৬	১নং বাহাদুরপুর ইউ,পি।	২৬,০০০/-	৫,২০০/-	১,৩০০/-	৬,৫০০/-
৭	১৪০৭	ঐ	৫৪,০০০/-	১০,৮০০/-	২,৭০০/-	১৩,৫০০/-
৮	১৪০৬	১৪ নং মুগী ইউ,পি।	৭৬,০০০/-	১৫,২০০/-	৩,৮০০/-	১৯,০০০/-
৯	১৪০৭	ঐ	৩,৫২,৪০১/-	৭০,৪৮০/-	১৭,৬২০/-	৮৮,১০০/-
		মোট=	৭,২৩,৩০১/-	১,৪৪,৬৬০/-	৩৩,১৬৫/-	১,৭৭,৮২৫/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জবাবে জানায় যে, সংশ্লিষ্ট ইউ,পি চেয়ারম্যানদের সাথে যোগাযোগ করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। অতএব, আপত্তিকৃত ১,৭৭,৮২৫/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় ও জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১। হাট-বাজার/ ফেরীঘাট ইজারাদারদের নিকট হইতে ৩% হারে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় ১,৪৫,৪৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের এবং উপজেলা পরিষদ, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী অফিসের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে জেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক হাট-বাজার/ফেরীঘাট ইজারা সংক্রান্তরেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৪৬/২৬ কর-৩ তাং ১/৮/৮৮ এবং আয়কর

অধ্যাদেশ'১৯৮৪ এর বিধি ৫০-সি এবং ১৭ডি বিধান মতে ইজারাদারের নিকট হইতে ইজারা মূল্যের উপর ৩% হারে অগ্রিম আয়কর আদায়পুর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঝ' তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জানায় যে, আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ইজারাদারদের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ ইজারা গ্রহীতাকে ফেরীঘাট বুঝাইয়া দেওয়ার পূর্বেই ইজারা মূল্যের ৩% হারে উৎসে কর আদায় করা বা?নীয় ছিল। অতএব উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২। অনিয়মিতভাবে মাষ্টাররোলে কর্মচারী নিয়োগ এর ফলে ৭৫,২১০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বরুড়া পৌরসভার ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে মাষ্টাররোল কর্মচারী নিয়োগ এর ফলে ৭৫,২১০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক নং পৌর-২/৫-নি-৩২/৯১/২৩৯ তাং ১৭/৩/৯৩ এবং পৌর কর্মচারী নিয়োগ বিধি ৯২ এর দ্বিতীয় অধ্যায় ৪নং বিধি ৪ উপ-বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ব্যতীত মাষ্টাররোলে/চুক্তি ভিত্তিক কোন কর্মচারী নিয়োগ করা যাইবে না। কিন্তু এইক্ষেত্রে উক্ত বিধি পালন করা হয় নাই। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	কর্মচারীর নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	দৈনিক হার	মাসিক হার	সময়কাল	মোট টাকা
১	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, সহকারী কর আদায়কারী	১০/১০/৯৯	৫০/-	১৫০০/-	১০/১০/৯৯ হইতে ৩১/৮/২০০০	১৬,১০০/-
২	জনাব রাহেনুল ইসলাম, এম,এল,এস,এস	১৫/১২/৯৯	৪০/-	১২০০/-	১৫/১২/৯৯ হইতে ৩১/৮/২০০০	১০,২৮০/-
৩	জনাব মোঃ ইউনুছ, ঐ	ঐ	৪০/-	১২০০/-	ঐ	১০,২৮০/-
৪	জনাব কবির হোসেন, বাজার চৌকিদার	ঐ	৫০/-	১৫০০/-	ঐ	১২,৮৫০/-
৫	জনাব সিরাজ হাওলাদার, ঐ	ঐ	৫০/-	১৫০০/-	ঐ	১২,৮৫০/-
৬	জনাব আইয়ুব আলী, ঐ	ঐ	৫০/-	১৫০০/-	ঐ	১২,৮৫০/-
					মোট=	৭৫,২১০/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, পৌর পরিষদের সম্মতির আলোকে পৌরস্বার্থে লোক নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব এই বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩। বিধি বহির্ভূতভাবে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় করায় ৬৬,৫০০/- টাকা ক্ষতি।

মনিরামপুর পৌরসভা, টাঙ্গাইল ও চাঁদপুর জেলা পরিষদ এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বাবদ ৬৬,৫০০/- টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। মন্ত্রী

পরিষদ বিভাগ এর ৩/২/৭৯ তারিখের স্মারক নং-২/১০/৭৮/কমিটি/২৬ অনুযায়ী শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বাবদ কোন টাকা পয়সা ব্যয় করা যাইবে না। কিন্তু এইক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করা হইয়াছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	পৌরসভা/ জেলা পরিষদ	ভাউচার নং ও তাং	যাহাকে প্রদত্ত	টাকার পরিমাণ
১	মনিরামপুর, পৌরসভা	৪১ তাং ৮/৯/৯৯	সাপ্তাহিক বাংলা লোক	৫০০/-
২	ঐ	৪২ তাং ঐ	দৈনিক সংবাদ	৫০০০/-
৩	ঐ	৪৩ তাং ঐ	বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয়	৫,০০০/-
৪	ঐ	৪৪ তাং ঐ	সাপ্তাহিক প্রেসের কাগজ	৭,০০০/-
৫	ঐ	৪৫ তাং ঐ	ঐ	১০০০/-
৬	জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল	৫৪৬ তাং ২৭/১/২০০০	সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়	১৫,০০০/-
৭	ঐ	৯০৫ তাং ৩০/৫/২০০০	ঐ	১০,০০০/-
৮	চাঁদপুর জেলা পরিষদ	১১৫৯ তাং ২১/৩/২০০০	দৈনিক যুগান্তর	৫,০০০/-
৯	ঐ	১০১৭ তাং ঐ	সম্পাদক দৈনিক যুগান্তর	৫,০০০/-
১০	ঐ	১০১৮ তাং ঐ	দ্বিবার্ষিক	৫,০০০/-
১১	ঐ	১০২৩ তাং ২১/৩/২০০০	সম্পাদক হাজীগঞ্জ	৫,০০০/-
১২	ঐ	১৩৬ তাং ২৮/৯/৯৯	সভাপতি প্রকাশনা উদযাপন কমিটি	৩,০০০/-
			মোট=	৬৬,৫০০/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, সরকারী নির্দেশ পাবার পর বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হইয়াছে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। অতএব এই বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ জড়িত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪। সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ৩,৮৬,২৮৮/- টাকা ক্ষতি।

উপজেলা প্রকৌশলী, পাংশা, রাজবাড়ী অফিসের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্তরেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শা/প্রকৌ-২/৩-১/৯০/৮৩০(৬৪) তাং ২১/১১/৯০ এর নির্দেশ মোতাবেক সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করার বিধান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অফিস ৩,৮৬,২৮৮/- টাকা কোষাগারে জমা করে নাই। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও তাং	গ্রুপ নং	সিডিউলের সংখ্যা	বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ
১	১/৯৮-৯৯ তাং ১৮/১০/৯৮	১-২	৭৭ টি	৩০০/-*৭৭=২৩,১০০/-
২	২/৯৮-৯৯ তাং ১১/১১/৯৮	১-৩	৬৪ টি	১০০/-*৬৪=৬,৪০০/-
৩	৩/৯৮-৯৯ তাং ১০/২/৯৯	১-৭	৬৫ টি	২০০/-*৬৫=১৩,০০০/-
৪	৭/৯৮-৯৯ তাং ১২/৪/৯৯	১-৬	২৫৩ টি	২০০/-*২৫৩=৫০,৬০০/-
৫	১/৯৯-২০০০ তাং ৫/৯/২০০০	১-২	১৫ টি	৫০০/-*১৫=৭,৫০০/-
৬	৪/ " তাং ২/৩/২০০০	১-৭	৯০ টি	৫০০/-*৯০=৪৫,০০০/-
৭	৫/ "তাং ১২/৪/৯৯	১-২৫	১৫৮ টি	৩৬২/-*১৫৮=৫৭,১৯৬/-
৮	৬/ " তাং ২৬/৪/২০০০	১-৬	১৯১ টি	৩০০/-*১৯১=৫৭,৩০০/-
৯	৭/ " তাং ঐ	১-১৭	৩৭৬ টি	৩০০/-*৩৭৬=১,১২,৮০০/-
১০	২/ " তাং ২/১০/৯৯	১-২	১৮ টি	২৪৪/-*১৮=৪,৩৯২/-
১১	৩/ " তাং ১৬/১/২০০০	১-৬	১৮টি	৫০০/-*১৮=৯,০০০/-
				মোট=৩,৮৬,২৮৮/-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জবাবে জানায় যে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তির আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ কোষাগারে জমা প্রদান করা হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। অতএব, আপত্তিকৃত ৩,৮৬,২৮৮/- টাকা অতিসত্ত্বর সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫। সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ৩,১৪,৫১২/- টাকা ক্ষতি।

উপজেলা প্রকৌশলী, দিনাজপুর সদর অফিসের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ক্যাশ বহিতে জমা সংক্রান্তহিসাব পরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সিডিউল বিক্রয়ের ৩,১৪,২৮৮/- টাকা ক্যাশ বহি ও ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮-৯৯ সনে ২,২০,৯০০/- টাকা ও ১৯৯৯-২০০০ সনে ৬,৮১,৭০০/- টাকা সর্বমোট ৯,০২,৬০০/- টাকা দিনাজপুর সদর প্রকৌশলী দপ্তর কর্তৃক বিক্রয় দেখানো হয়। তন্মধ্যে বিভিন্ন তারিখে ক্যাশ বহিতে ও ব্যাংক হিসাবে জমা করা হইয়াছে ৫,৮৮,০৮৮/- টাকা। অবশিষ্ট (৯,০২,৬০০-৫,৮৮,০৮৮)=৩,১৪,২৮৮/- টাকা সরকারী খাতে জমা করা হয় নাই এবং উক্ত টাকার হদিস পাওয়া যায় নাই।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস কোন জবাব প্রদান করে নাই।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

বিষয়টি তদন্তপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬। নির্দিষ্টসরকারী আবাসিক কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও উহাতে বসবাস না করিয়া বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ ও বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় জেলা পরিষদের ৫৯,২৩০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

নোয়াখালী জেলা পরিষদ কার্যালয়ের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জনাব গোলাম মোস্তফা, সচিব, জেলা পরিষদের সুনির্দিষ্ট সরকারী বাসা থাকা সত্ত্বেও বাসায় বসবাস না করায় এবং বাড়ী

ভাড়া ভাতা গ্রহন ও ৭ $\frac{১}{২}$ % হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় জেলা পরিষদ তহবিলের ৫৯,৯৩০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং প্রজেই-৪/জেপ-২২/৯০/১১৮৫(৬১) তাং ১২/৮/৯০ এর পরিপন্থী। উক্ত স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক জেলা পরিষদের সচিবের জন্য নিজস্ব বাস ভবন থাকিলে উক্ত ভবনে বসবাস করিতে হইবে এবং মূল বেতনের ৭ $\frac{১}{২}$ % হারে বাড়ী ভাড়া হিসাবে কর্তনপূর্বক জমা দিতে হইবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে উহা পরিপালন করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঞ'তে দেওয়া হইল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জবাবে জানায় যে, বাসাটি সহকারী প্রকৌশলীর অনুকূলে বরাদ্দ থাকায় বসবাস করা সম্ভব হয় নাই।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ, সহকারী প্রকৌশলীর জন্য নির্দিষ্ট আবাসিক কোয়ার্টার রহিয়াছে। অতএব, উক্ত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায়পূর্বক পরিষদ তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭। জেলা পরিষদের বাসায় বসবাস করিয়া কম হারে বাসা ভাড়া ভাতা কর্তন করায় এবং বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় সংস্থার ২৬,৭০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

মাগুরা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জনাবা হাবিবুন নাহার, সহকারী অধ্যাপিকা, মাগুরা মহিলা কলেজ, ৭/৯৯ হইতে ৯/২০০০ মাস পর্যন্তসদর উপজেলা চেয়ারম্যান এর বাসায় বসবাসকালীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন শাখা-১ এর ৮/৭/১৯৯৯ তারিখের এস,আর,ও নং-২০০০ আইন/৯৯/অঃমঃ/বাস্ত-১/জাঃ বেঃ স্কেল ৩/৯৭/১৭০ এর শর্ত লংঘন করিয়া কম হারে (মাসিক ১২৮০/-) বাসা ভাড়া প্রদান করায় সংস্থার মোট ২৬,৭০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	বসবাসের সময়কাল	মূল বেতন	৩৫% হারে বাড়ীভাড়া ভাতা	মাসিক প্রদত্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা	কম প্রদত্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা	৭ $\frac{১}{২}$% হারে রেন্ট	কম প্রদত্ত বাসা ভাড়া ভাতা ও ভাড়া
১	জনাবা হাবিবুন নাহার, সহঃ অধ্যাপিকা, মাগুরা মহিলা কলেজ	৭/৯৯ হইতে ৯/২০০০	৭,২০০/-	২৫২০*১৫= ৩৭,৮০০/-	১২৮০*১৫= ১৯,২০০/-	১৮,৬০০/-	৫৪০*১৫= ৮,১০০/-	২৬,৭০০/- (১৮,৬০০+ ৮,১০০)

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

এই বিষয়ে স্থানীয় অফিস জবাবে জানায় যে, বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া পরে জানানো হইবে।

অডিট অফিসের মন্তব্যঃ

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কম হারে বাসা ভাড়া আদায় করিয়া সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। অতএব, উক্ত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া পরিষদ তহবিলে জমা করা আবশ্যক।